৪.২ রেনেসাঁস প্রসূত মানবতাবাদ

রূপান্তরের পর্বে ইউরোপে রেনেসাঁস চিন্তাধারার এক অন্যতম অঙ্গ ছিল মানবতাবাদ (Humanism)। রেনেসাঁস পর্বে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে মানুষ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোনো কিছু গ্রহণ বা বর্জন করার শিক্ষা লাভ করে। মানুষের চিন্তার জগতে এই স্বাধীন ভাবধারা মানবতাবাদ নামে পরিচিত। *Aspect of European History* (1494-1789) গ্রন্থে Stephen, J. Lee মন্তব্য করেছেন যে মানবতাবাদ হল নবজাগরণের যুগে সবরকম সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার উৎস, যা সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গ্রিক ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও মানবতাবাদী চিন্তানায়করা মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য সাধনা করে তাঁদের শিষ্যদের শিক্ষাদান

Scanned with CamScanner

করতেন। তাই আলোচ্য পর্বে ধ্রুপদী শিল্প ও বিদ্যাচর্চার পুনর্জন্মের পাশাপাশি মাতৃভাষার বা স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভাষারও বিকাশ ও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল।

রেনেসাঁস প্রসূত মানবতাবাদ মানুষের মর্যাদাকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। মধ্যযুগের বাংলা কবি চণ্ডীদাসের মতো রেনেসাঁসেরও ব্যঞ্জনা ছিল 'সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই'। রেনেসাঁসের মানবতাবাদীরা মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ এবং সুন্দর বাচনভঙ্গি ও লেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁদের মতে এর দ্বারাই মানুষের অভিনবত্ব, তার অনুভূতি ও বিশেষ দক্ষতার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আলোচ্য পর্বে মানবতাবাদের বৌদ্ধিক পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছিল এবং কোনো প্রকার দিব্যজ্ঞান বা মহিমা নয়, মানবতাবাদ গুরুত্ব আরোপ করেছিল মানুষের কীর্তির ওপর। মানবতাবাদ ছিল ধর্মীয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারায় উত্তরণ এবং ধ্রুপদী পুথিপত্রের নব উদ্যমে পাঠ ও অনুশীলন।

রেনেসাঁস দর্শন মানুষের মর্যাদার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। এর সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিল মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individualism) প্রশ্নটি। রেনেসাঁস একেও উপেক্ষা করেনি। এবিষয়ে রেনেসাঁসের বক্তব্য সুস্পষ্ট। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে নিজ ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে, এবং এই বিকাশের ক্ষেত্রে যুক্তিবিদ্যা (Logic) ও অধিবিদ্যার (Metaphysics) চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল নৈতিকতার ওপর। এই যুগে স্বাধীন ইচ্ছার ওপরেও গুরুত্ব দেওয়া হয় কিন্তু রেনেসাঁস এটাও বিশ্বাস করত স্বাধীন মানুষের এবং তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মধ্যে। যে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার উদ্ভব ঘটাতে রেনেসাঁস সহায়তা করেছিল তার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল—সম্পদ, সুস্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যচর্চা। অবশ্য এর পাশাপাশি ভক্তি, ধর্মানুরাগ, চিরাচরিত মূল্যবোধ ও নৈতিক উৎকর্ষকেও পুরোপুরি উপেক্ষা করা হয়নি। অর্থাৎ প্রকৃত সুখের অর্থ সম্পদ ও নৈতিকতা উভয়ের গুরুত্ব। প্রকৃত জ্ঞান তথা ঈশ্বরতত্ত্বের অর্থ, ইতিহাসবোধ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাচীন ভাষা ও জ্ঞান, বিশেষত লাতিন ও হিব্রু ভাষার সঙ্গে সম্যক পরিচয়।

মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিকগণ মানুষের অক্ষমতার দ্বারা তার ব্যাখ্যা করেছিলেন। মানুষের অক্ষমতাই তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করে রেখেছিল। অন্যদিকে মানবতাবাদী প্রবক্তাগণ মানুষের গুণাবলির প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁদের মতে ঈশ্বর ছিলেন এই গুণাবলির স্রষ্টা। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে জনৈক জার্মান মানবতাবাদী লিখেছিলেন, "মানবজাতির সৃষ্টিতে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত হয়েছে।" তাঁর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বৌদ্ধিক জগতের মধ্যে যোগসূত্র রচনার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরই মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন

Scanned with CamScanner

এবং এই মানুষকে তিনি দুটি অপূর্ব গুণের অধিকারী করেছিলেন, যথা যুক্তি এবং স্বাধীনতার স্পৃহা।

মধ্যযুগে সাধারণত তিনটি শ্রেণিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত, যথা, সাধক, যাজক এবং বীরযোদ্ধা বা নাইট। মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে বিশেষ কোনো মানুষকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের পাত্র মনে করা হয়নি—আদর্শ মানুষ অবশ্যই মহৎ হবেন কিন্তু এই মাহাত্ম্য তিনি কখনোই মধ্যযুগের মতো জন্মসূত্রে অর্জন করবেন না। বিশেষ কিছু গুণের অধিকারী যিনিই হোন না কেন (শ্রেণি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে) তিনিই প্রকৃত মহৎ। Humanist দৃষ্টিতে বিশেষ গুণের অধিকারী perfect man হবেন সুস্বাস্থ্য, শ্রী এবং সম্পদের অধিকারী।

Scanned with CamScanner